দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 OCT 1987
পৃষ্ঠা … কলাম …

160

শিক্ষাঙ্গনে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা

দেশে বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা নগণ্য বলা চলে না। জানা গেছে যে, ৬ হাজারের অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় দেশের বিভিন্ন উপজেলায় চালু রয়েছে। এগুলো বহুকাল ধরে চলছে। চলতি সনে প্রতি উপজেলায় ২টি করে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১০/১৫টি করে বিদ্যালয় চালু আছে। তবে এগুলোর কোন কোনটি নামকা ওয়াস্তে চালু রয়েছে। আবার কোন কোনটির নামে একাধিক সরকারী বিদ্যালয় চালু আছে। তবুও ঐগুলোকে সরকারীকরণের দাবী উঠেছে। তবে বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা আছে বলে আমরা মনে করি।

দেশে ৪০ হাজারের অধিক সরকারী বিদ্যালয় চালু আছে। ওগুলোকে সরকারীকরণের পর ঐগুলোর অবস্থা মোটেই পরিবর্তন হয়নি। একসাথে দেশের আর্থিক অবস্থার দিকে নজর না দিয়ে ঘটা করে সবক'টি এক সঙ্গে সররকারীকরণের ফলেই এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আজ ওগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, ওগুলোতে ৫টি শ্রেণী থাকলেও ২/১ জনের বেশী শিক্ষক নেই। প্রয়োজনীয় ঘরদোড় ও আসবাবপত্র নেই। ফলে, প্রায়ই দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা ৫ম শ্রেণী শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে গিয়ে মূর্খ হয়ে জীবন কাটায়, আজ গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরও নিরক্ষরতা ক্রমে বেড়েই চলছে। আমাদের শিক্ষিতের হার ২৪-এর কোঠা অতিক্রান্ত করতে পারেনি। তাহলে এভাবে বিদ্যালয় বাড়িয়ে লাভ কি? এতে শিক্ষার নামে বছরে কোটি কোটি টাকার শুধু অপচয়ই হচ্ছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সেসব দেশে যে বেসরকারী বিদ্যালয় চালু রয়েছে সেগুলো ভালভাবেই চলবে। নতুন নতুন বিদ্যালয় চালু করলেই বা ওগুলোকে সরকারী করলেই শিক্ষার মান উন্নত হবে না। ত্রুটি ও দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু ও খোলার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

—আবু মোহাম্মদ আদীল